মাতৃত্ব

স্বপ্ন বুননের পথে

মোরশেদা কাইয়ুমী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

একজন মা **১৩**

'মা' কী কিংবা কে ১৩

ইসলামে মায়ের মর্যাদা ও গুরুত্ব ১৩

বিয়ে **১৮**

বিয়েকে সহজ করুন ১৮

মেয়ের বিয়ে বাবার বোঝা নয় ২০

বিয়ে কাকে করবেন ২২

সন্তান ভাবনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ **২৬**

প্রকৃতি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ বিধান ২৬

ইসলামে আজলের হুকুম ২৮

বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণ ও ইসলাম ২৮

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ৩১

হবু মা থেকে মা **৩৩**

হবু বাবা-মায়ের প্রস্তুতি ৩৩

মানসিক প্রস্তুতি ৩৩

হবু বাবাকে বলছি ৩৫

সুসংবাদ এলো নাকি ৩৫

আমার মাঝে আরেকটি প্রাণ ৩৭

বিন্দু থেকে ছোট্ট রুহ **৩৮**

গর্ভবতীর দুশ্চিন্তা ৩৮

গর্ভাবস্থায় জিনের আসর ৪৩

ঈমান-আমলে মোড়ানো দুটি রুহ ৪৩
দুআর মাঝে কাটুক সময় ৪৯
অস্বস্তি হলে করণীয় ৫২
বদনজর ৫৩
গর্ভবতীর খাবার-দাবার ৫৬
মাতৃত্বকালীন ভাতা ৫৮
মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬০
ছোট্ট রুহের উপস্থিতি ৬২

মায়ের সুখ-অসুখ ৬৬

প্রথম তিন মাস ৬৬
গর্ভাবস্থায় অসুস্থতা ও করণীয় ৬৮
অ্যানোমালি স্ক্যান ৭১
কিছু বিপদচিহ্ন ৭৪
গর্ভাবস্থায় খিঁচুনি হওয়ার কারণ ৭৮
গর্ভবতীর সংক্রমণ রোগ ৭৮
করোনা ভাইরাস ৮২
ডেঙ্গু ভাইরাস ৭৮৪
কিছু খাবার থেকে সাবধান ৮৬
গর্ভবতীর খাদ্য কিংবা অখাদ্যের প্রতি আসক্তি ৮৮
গর্ভাবস্থায় অখাদ্য খাওয়ার ইচ্ছা (Pica) ৮৯
ক-তে কুসংস্কার ৯১

কোলজুড়ে এলো চাঁদের কণা ৯৬

ডেলিভারির পূর্ব লক্ষণ ৯৬
হবু মায়ের হসপিটাল ব্যাগ ৯৮
আপনার ব্যাগে যা যা থাকবে ৯৯
নবজাতকের ব্যাগ ১০১

ব্যাগে যে জিনিসগুলো রাখবেন না	১০২
নরমাল ডেলিভারি না সিজার	১০২
সিজার কী	১০৬
নরমাল ডেলিভারির কিছু টিপস	১১১
মায়ের কোলে এক পৃথিবী সুখ	১১৪
শিশুকে আরামে রাখবে সোয়াডলিং	১১৭
ব্রেস্টফিডিং	১১৮
ব্রেস্টফিডিং নিয়ে কিছু টিপস	১১৯
ফর্মুলা ফিডিং	১২০
ফর্মুলার ঝুঁকি	১২১
স্তন্যদানকারী মায়ের খাবার	১২৩
চোকিং-এর লক্ষণ	১২৮
খাবার খাওয়ানোর সময় চোকিং হয় যেভাবে	১২৯
সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের করণীয়	১৩১
আকিকা করা	১৩৫
আপনার সন্তান কাঁদছে কেন	১৪০
কিছু বিষয় জানতে হবে	**১৪২**
নিজেকে ভালোবাসুন	১৪৫
নেফাসসংক্রান্ত মাসয়ালা	১৪৫
শিশুদের নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	১৫০
কিছু ভয়, কিছু সংশয়	**১৫৩**
এক্টোপিক গর্ভাবস্থার উপসর্গ ও লক্ষণ	১৫৩
নামাজ-রোজার হুকুম	১৫৩
গর্ভাবস্থায় হঠাৎ পানি ভাঙা	১৫৪
একটি ভুল ধারণা	১৫৬
প্রতিকার	১৫৬

গর্ভে সন্তান মারা যাওয়ার সম্ভাব্য কিছু কারণ	১৫৭
কিছু জিনগত ত্রুটি	১৫৯
শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য	১৬১
অনিচ্ছাকৃত সন্তান এলে	১৬৬
ফ্যান্টম প্রেগন্যান্সি	১৬৯
ক্রিপটিক প্রেগন্যান্সি	১৭০
শেষের পাতা	**১৭১**
মাতৃত্বের চিহ্ন	১৭১
অন্য সন্তানের যত্ন	১৭২
সংসার ও স্বামীর সাথে সখ্যতা	১৭৩
মায়েরাও মানুষ	১৭৪
সন্তান না হলে করণীয়	১৭৪
টেস্টটিউব বেবি	১৭৫
সুসন্তান লাভের আমল	১৭৭
জান্নাতের সুসংবাদ নিন	১৮০
মা আপনি শহিদ	১৮৩

একজন মা

'মা' কী কিংবা কে

নারীত্বের পূর্ণতা মাতৃত্বে। মাতৃত্ব শব্দটা শুনলে চোখে ভেসে ওঠে একজন মায়ের ক্লান্তিমাখা মায়াময় একটা মুখ। মাতৃত্ব যেমন সুন্দর ও আনন্দদায়ক, তেমনি দুঃসহ বেদনার। মাতৃত্ব কী—আমরা সবাই সেটা মোটামুটি বুঝি। কিন্তু একে কোনো সংজ্ঞায় বিধিবদ্ধ করা সত্যিই কঠিন। সাধারণ অর্থে একজন নারীর মা হয়ে ওঠাই হলো মাতৃত্ব। কেবল একটি সন্তান জন্ম দেওয়া কিংবা আদর-ভালোবাসায় তাকে বড়ো করে তোলাই মায়ের কাজ নয়। মাতৃত্ব একটি অপার্থিব অনুভূতি, একটি অনির্বচনীয় পূর্ণতা। 'মা' একটি সংগ্রামের নাম, পরম কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের নাম। তবে সাধারণভাবে সন্তানের লালন-পালন, তার প্রতি আদর-স্নেহ-ভালোবাসা এবং তাকে সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষার তাগিদকেই মাতৃত্ব বলা হয়।

ইসলামে মায়ের মর্যাদা ও গুরুত্ব

অনেক পুরুষই ভাবেন, একজন নারীর মা হওয়া তার ঘরের অন্যান্য কাজেরই একটা অংশ। তাদের মতে—

> 'বাবা-মা হওয়া একটি জৈবনিক প্রক্রিয়া। কিছু আবশ্যিক কাজ করতে হবে—এটা জেনেই সবাই বাবা-মা হয়। তাই সেই কাজগুলো করে মহত্ত্বের ভাব নেওয়াটা হাস্যকর। ন্যাপি বদল করে মহান হওয়া যায় না। এটা করাই বাবা-মায়ের কাজ।'

তাদের ভাষায়, এটা নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ির কী আছে! অবাক করা ব্যাপার হলো, এই দলে অনেক নারীও আছেন। তাই হাজারও অসুস্থতায়, ক্রমাগত জুলুম আর অবহেলা উপেক্ষা করে মায়েরা মুখ বুজে চুপচাপ পড়ে থাকে। তাদের নেই সামান্যতম গুরুত্ব ও মর্যাদা। দিনশেষে এমন মানসিকতার মায়েদেরই ঠাঁই হয় বৃদ্ধাশ্রমে বা রাস্তায়।

অথচ একজন মায়ের মা হয়ে ওঠার পেছনে কত রাত জাগার গল্প, কী পরিমাণ শারীরিক-মানসিক কষ্ট আছে, সেটা একমাত্র তিনিই জানেন আর জানেন মহান রাব্বুল আলামিন। তাইতো ইসলামে মায়ের মর্যাদা এতটা গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিমমাত্রই জানে, মায়ের মর্যাদা কতখানি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং রাসূল (সা.) বারবার এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আমরা জানি, সন্তানের কাছে মায়ের স্থান বাবার অনেক ওপরে। মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে সন্তান জন্ম দেওয়া থেকে শুরু করে দুই বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো, সন্তানের লালন-পালন করার ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝুঁকি-ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরিয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার বাবার আগে রাখা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মায়ের এই কষ্ট সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন—

وَ وَصَّیۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَیۡهِ ۚ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ وَهۡنًا عَلٰی وَهۡنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِیۡ عَامَیۡنِ اَنِ اشۡکُرۡ لِیۡ وَ لِوَالِدَیۡکَ ؕ اِلَیَّ الۡمَصِیۡرُ -

'আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করো। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।'[১]

মা, আপনি কতটা মহান, কতটা সৌভাগ্যবতী দেখলেন! আমাদের মহান রব আপনার এই কষ্টের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আপনার প্রতি শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায়ের নির্দেশ এসেছে স্বয়ং প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। কেননা, পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

'যে মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহর কাছেও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।'[২]

মায়ের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্যত্র বলেন—

وَ وَصَّیۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَیۡهِ اِحۡسٰنًا ؕ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ کُرۡهًا وَّ وَضَعَتۡهُ کُرۡهًا ؕ وَ حَمۡلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوۡنَ شَهۡرًا ؕ حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرۡبَعِیۡنَ سَنَۃً ۙ قَالَ رَبِّ اَوۡزِعۡنِیۡۤ اَنۡ اَشۡکُرَ نِعۡمَتَکَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنۡ اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰهُ وَ اَصۡلِحۡ لِیۡ فِیۡ ذُرِّیَّتِیۡ ۚؕ اِنِّیۡ تُبۡتُ اِلَیۡکَ وَ اِنِّیۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ -

'আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতি কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে—হে আমার রব! আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার ওপর ও আমার মাতা-পিতার ওপর যে নিয়ামত দান করেছ, তোমার সে নিয়ামতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ করো। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।'[৩]

---

[১] সূরা লোকমান : ১৪
[২] আবু দাউদ : ৪৮১১; তিরমিজি : ১৯৫৪; মুসনাদে আহমাদ : ২/২৯৫
[৩] সূরা আহকাফ : ১৫

হায় হতভাগা মানুষ! যে মা তোমাকে এত কষ্ট করে জন্ম দিলেন, রাতের পর রাত জেগে লালন-পালন করলেন, আজ সেই মাকে তুমি বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসো। সেই মায়ের সাথে তুমি খারাপ ব্যবহার করো। সেই মাকে উপোস রেখে তুমি রেস্টুরেন্টে বউ-বাচ্চা নিয়ে উদরপূর্তি করো। তার মৃত্যুর খবর পেয়েও শেষবারের মতো একনজর দেখতে যাও না। বলে দাও, আঞ্জুমানে মুফিদুলে যেন তার লাশ দিয়ে দেওয়া হয়। হায়! সাধের সংসার, সহায়-সম্বল আর সক্ষম সন্তান রেখে তিনি শূন্য হাতে কবরে যান। সবকিছু থেকেও অন্তিমলগ্নে তিনি যেন ভীষণ একা, স্বজনহীন বেওয়ারিশ লাশমাত্র!

হে সন্তান! জানো কী শেষ মুহূর্তেও তিনি তোমার অপেক্ষায় ছিলেন? আর যেই মা তোমার জান্নাত, যেই মায়ের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া বিরক্তিকর 'উফ' শব্দটিও ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, সেই মা তোমার ভালো ব্যবহার কবে পেয়েছে মনে করতে পারো? স্মরণ করো পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী—

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِيۡمًا-

'আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাঁদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাঁদের "উফ" বলো না এবং তাঁদের ধমক দিয়ো না। আর তাঁদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।'[৪]

---

[৪] সূরা বনি ইসরাইল : ২৩

বিয়ে

বিয়েকে সহজ করুন

মাতৃত্বের প্রথম ধাপই হলো বিয়ে। নেক সন্তানের জন্য এবং মর্যাদাবান বাবা-মা হওয়ার জন্য বিয়েটা জরুরি পূর্বশর্ত। কেননা, এটি রবের রহমত-বরকতে পরিপূর্ণ এক জান্নাতি সম্পর্ক। মানব সৃষ্টির পর প্রথম সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। এর মাধ্যমেই স্থাপিত হয় একটি সার্থক পরিবার গঠনের ভিত্তিপ্রস্তর। অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন, বিয়ে ছাড়া কি সন্তান হয় না? হ্যাঁ, সেটাও সম্ভব। তবে ইসলাম তা মোটেই সমর্থন করে না। ইসলামি শরিয়াহতে সন্তানের বৈধতার মূলভিত্তিই হলো স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ। সুতরাং ব্যভিচারের মাধ্যমে জারজ সন্তান জন্ম না দিয়ে, আসুন বিয়েকে সহজ করি।

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি, আর তাই ইসলামে বিয়ের মতো হালাল পন্থাকে করা হয়েছে যথাসাধ্য সুন্দর ও সহজতর। তবে বর্তমান সমাজব্যবস্থা হালালকে কঠিন করে তথাকথিত সভ্যতার নামে হারামের শত দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, আল্লাহুম্মাগফিরলি। যৌবনে বিয়ের চাহিদা অস্বাভাবিক কিছু নয়; বরং এটি রব সৃষ্ট এক নিয়ামত, স্বামী-স্ত্রীর ওপর বিশেষ রহমত। আজকের সমাজ-বাস্তবতায় একজন যুবক বা যুবতি চাইলেও বিয়ে করতে পারে না। অথচ ইসলামে বিয়ের জন্য প্রয়োজন কেবল দ্বীনদারিতা ও দুবেলা রুটি-রুজির ব্যবস্থা করার সামর্থ্য। কালামুল মাজিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন—

> ‘তোমরা বিবাহযোগ্যদের বিবাহ সম্পন্ন করো, তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছলতা দান করবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞানী।’[৫]

অন্যদিকে বর্তমান সমাজে বিয়ে হলো অপচয়, হারাম বাদ্য-বাজনা, গায়রে মাহরামদের অবাধ মেলামেশার এক রং-বেরঙের রোশনাই ভরা আয়োজন। চোখ বন্ধ করে এসব ফাহেশা কাজে ৫-০ লাখ টাকা শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে দেওয়া হয়। তার ওপর দরকষাকষি চলে দুনিয়াবি চাহিদার পাহাড় নিয়ে। বেশির ভাগ যুবক-যুবতির পক্ষেই সেটা বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। কাজেই দিনশেষে হারাম রাস্তাটাই বেছে নেয় তারা। ‘ক্লোজআপ; কাছে আসার গল্পে’ তারা খুঁজে নেয় মিথ্যে দুনিয়ার চটকদার রোমাঞ্চ। প্রতিনিয়ত নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপনের ভাষায় তাদের অবচেতন মনে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে—হারামের মাধ্যমে যখন চাহিদা পূরণ হচ্ছেই, খামোখা এত টাকা খরচ করে বিয়ে করার কী দরকার? কী ভয়ংকর চিন্তা! কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ রিলেশন নামক এই প্রকাশ্য যিনায় লিপ্ত হয়ে অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে হাজারো যুবক-যুবতি।

---

[৫] সূরা আন-নুর : ৩২

বিয়ে মানুষের নজর, জিহ্বা তথা গোটা চরিত্রকেই অসংখ্য পাপাচার থেকে হেফাজত করে। বিয়ের ফলে কাজে-কর্মে, ঈমান-আমলে তৃপ্তি আসে। প্রত্যেকটি কাজই যেহেতু নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, কাজেই বিয়ের আগে নিয়তের পরিশুদ্ধতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যেহেতু নেক সন্তানের স্বপ্ন দেখেন, সুতরাং বিয়ের সময় উম্মতে মুহাম্মাদির সংখ্যা বৃদ্ধি ও নেক সন্তানের নিয়তটাও করবেন। এতে করে সন্তানের জন্ম দেওয়া থেকে লালন-পালন, তাদের বেড়ে ওঠা—সবটাই আপনার ইবাদতে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আজকাল বিয়ের এতসব কাণ্ড দেখে শাইখ আলি তানতাবির বিয়ে-ভাবনাটার কথা মনে পড়ে খুব। তিনি বিয়েকে তুলনা করেছেন ক্ষুধার সঙ্গে—

> ‘বিয়েটাও একধরনের ক্ষুধা। ক্ষুধার্তকে খাবার দিতে হয়, নইলে সে চুরি করে হলেও খাদ্য খুঁজে নেয়। ঠিক তেমনি সামর্থ্য থাকলে প্রয়োজনমাফিক বিয়ে করে নেওয়া জরুরি। নইলে অন্যভাবে ক্ষুধা নিবারণের পথে পা বাড়ানোর শঙ্কা থেকে যায়।’

কিন্তু বিয়ের কথা বললেই পরিবারের লোকজন চমকে ওঠে। সমস্বরে প্রশ্ন করে—‘বউরে খাওয়াবি কী?’ প্রতিবেশীরা টিপ্পনী কেটে বলে—‘কী বেহায়া ছেলে/মেয়ে রে বাবা! লাজ-শরমের মাথা খেয়েছে নাকি!’ আরও কত লাঞ্ছনামূলক বাক্যবাণ! কিন্তু ইসলাম তো অসামর্থ্য হলে বিয়ে করতে বলেনি; বরং সবর করার পরামর্শ দিয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন—

> ‘হে যুবকশ্রেণি! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে এবং যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না, সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সিয়াম যৌন তাড়নাকে দমন করে।’[৬]

মেয়ের বিয়ে বাবার বোঝা নয়

ইসলামে মেয়ে সন্তান হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অনন্য এক নিয়ামত। কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার সাথে সাথে পিতা-মাতার সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায়। ইসলাম বিয়েতে মেয়ের পরিবারের জন্য কোনো খরচ বাধ্যতামূলক রাখেনি। অথচ বর্তমানে এই আমরাই আমাদের তৈরি সমাজব্যবস্থাকে এমন এক পরিস্থিতিতে এনেছি যে, বাবা-মা মেয়ের জন্ম হলেই ভয়ে আঁতকে ওঠেন।

উপরন্তু গ্রামের দিকে যৌতুক নামক অভিশাপের ভয়াবহতা এতটাই প্রকট যে, মেয়ের বাবা নিজের জমিজমা পর্যন্ত বিক্রি করে মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আমার জানামতে, কাউকে শুনিনি এক-দেড় লাখের কমে মেয়েকে বিয়ে দিতে পেরেছে। এ ছাড়াও বাকি সব বিয়ের আয়োজন করতে গিয়ে মেয়েপক্ষের কখনো কখনো গাছতলায় বসার উপক্রম হয়ে যায়! এর বাইরে বিয়ের পরে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহাসহ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে এটা-সেটা দেওয়ার রেওয়াজ তো আছেই।

---

[৬] বুখারি : ১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ : ৪০৩৩

সন্তান ভাবনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

প্রকৃতি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ বিধান

বিয়ের পর মোটামুটি সবারই চাওয়া থাকে একটা সুস্থ নেককার সন্তান। সন্তানের ব্যাপারে সব পরিবারেই কিছু পরিকল্পনা থাকে, সেইসঙ্গে থাকে একঝোলা মায়াময় স্বপ্ন। তবে নতুন জীবনের শুরুতেই সন্তান নিতে চায় না অনেকে। সেক্ষেত্রে একজন দ্বীনদার মুসলিম হিসেবে আপনাকে অবশ্যই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা জেনে রাখা উচিত।

জন্মনিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা মোটামুটি সবাই বুঝি। কিন্তু প্রশ্ন হলো—জন্মনিয়ন্ত্রণ করা ইসলামে জায়েজ আছে কি না? জায়েজ হলে এর কী কী পদ্ধতি রয়েছে? এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো—নিজের জন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহারের আগে একজন বিজ্ঞ আলিমের নিকট বিস্তারিত জেনে নেবেন। এ ছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াও অত্যন্ত জরুরি।

প্রাকৃতিক পদ্ধতি, পিরিয়ড ও গর্ভধারণ : একজন মেয়ের পিরিয়ড শুরু হওয়ার বয়স (সাধারণত ১০-১৫ বছর) থেকে শুরু করে শেষ হওয়ার বয়স (৪৫-৫০ বছর)-এর মাঝে কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকলে যেকোনো সময় গর্ভধারণ করতে পারে। সাধারণত প্রতিমাসেই ২৮-৩০ দিন পরপরই একবার করে ৪-৭ দিন স্থায়ী পিরিয়ড হয়। প্রতিমাসে যেদিন এটা শুরু হয়, সেই তারিখটা হলো মাসিক চক্রের প্রথম দিন। মেডিকেলের ভাষায় এটাকে বলা হয় LMP (1st day of last menstrual period)।

সাধারণত LMP থেকে ১৪-২০তম দিনের যেকোনো একদিন দুটি ডিম্বাশয়ের একটি থেকে একটি ডিম্বাণু বের হয়। ডিম্বাণুটি জরায়ুর নালি (Uterine Tube)-এ নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসে থাকে শুধু ৪৮ ঘণ্টার জন্য। এর মাঝে শুক্রাণু মিলিত হলে নিষিক্ত হয়, নয়তো ৪৮ ঘণ্টা পর এটা আর বেঁচে থাকে না, পরবর্তী মাসিকের ব্লাডের সাথে বের হয়ে যায়।

সাধারণত মাসিক চক্রের ১০-২০তম দিনে যদি শারীরিক সম্পর্ক হয়, তাহলে পুরুষের শুক্রাণু (শুক্রাণু বেঁচে থাকে ৭২ ঘণ্টা থেকে সর্বোচ্চ ৫ দিন) ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে মানবভ্রূণ সৃষ্টি করে। এই ভ্রূণ জরায়ুতে গিয়ে অবস্থান করে ধীরে ধীরে মানবশিশুতে পরিণত হওয়ার জন্য। ডিম্বাণু আর শুক্রাণুর এই যে বেঁচে থাকার টাইমিং (৪৮ ঘণ্টা-৭২ ঘণ্টা), সেই টাইম অনুযায়ী না মিললে কিন্তু গর্ভধারণ হবে না। সবকিছুর জন্য কী সুন্দর ব্যবস্থাপনা করে রেখেছেন আল্লাহ তায়ালা!

সচেতন দম্পতির জন্য নিরাপদ সময় হলো ১-৯ দিন এবং ২১-২৯ দিন। এই সময় হিসাব করে জন্মনিয়ন্ত্রণকে বলা যেতে পারে প্রাকৃতিক পদ্ধতি। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে—মাঝের ১০ দিন বিশেষত ১৩, ১৪, ১৫তম দিন খুব ঝুঁকিপূর্ণ। এই সময় শারীরিক সম্পর্ক হলে কনসিভ করার সম্ভাবনা প্রবল। কেননা, এই দিনগুলোতে ডিম্বাণু পরিপূর্ণ হয়। আর ডিম্বাণু পরিপূর্ণ হওয়ার পর ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শুক্রাণু পেলে কনসিভ হবেই। সহজ ভাষায়—প্রথম ও শেষের ১০ দিন মোট ২০ দিন জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য নিরাপদ, মাঝের ১০ দিন বিপজ্জনক। হিসাবটা কিন্তু শুরু হবে মাসিক শুরুর পরের দিন থেকে। অর্থাৎ, পিরিয়ডের দ্বিতীয় দিন হবে প্রথম দিন। বিজ্ঞানী ওগিনো ১৯৩০ সালে প্রথম এটা বর্ণনা করেন। একে ক্যালেন্ডার পদ্ধতিও বলা হয়।

আজল বা উইথড্রয়িং মেথড : আমরা হাদিস থেকে ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'আজল' বলে জন্মনিয়ন্ত্রণের একটা অস্থায়ী পদ্ধতির ব্যাপারে জানতে পারি। বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলা হয় উইথড্রয়িং মেথড। অনেকের কাছেই শব্দটা নতুন হতে পারে। আজল দ্বারা বোঝায়—সহবাসের সময় স্ত্রীর গর্ভাশয়ে বীর্য নির্গত করা থেকে বিরত থাকা। এটিও জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি। তবে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করার জন্য পুরুষের স্বনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

ইসলামে আজলের হুকুম

অধিকাংশ হাদিসে রাসূল (সা.) আজলের অনুমতি দিলেও তিনি তা অপছন্দ করতেন। বলা যায়, বিশেষ প্রয়োজনে জায়েজ থাকলেও সাধারণ অবস্থায় এটি মাকরুহ। তা ছাড়া আজল করার জন্য স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন। কেননা, সহবাসের দ্বারা উপভোগ ও সন্তান লাভের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সেও স্বামীর সমান অধিকার রাখে। আর রিজিকের চিন্তায় আজল সর্বাবস্থায় হারাম। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন—

> 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে আজল করতাম। অতঃপর এই খবর তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি এটা থেকে নিষেধ করেননি।'[৭]

[৭] সহিহ বুখারি : ২৫০